সেনা ক্যাম্প ধ্বংসের অভিযান

এ যেন সিরিয়া কিংবা ইরাকের পরিস্থিতি, অস্থিতিশীল নাইজেরিয়ার বর্নো প্রদেশের গভর্ণর বাধ্য হয়ে বেশ কিছু অঞ্চলে জ্বালানি তেল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এমন জটিল সিদ্ধান্তের কারণ দর্শিয়ে সে বলে, "এটি সন্ত্রাসীদের চলাচল সীমিত করবে এবং তাদের হামলা চালানোর সক্ষমতা দুর্বল করবে!" না, এটি কোনো ব্যঙ্গাত্মক সংবাদ উপস্থাপন নয়, বরং সন্ত্রাস দমন ইস্যুতে সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে নাইজেরিয়ার মুরতাদ সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। সেই একই এলাকায়, যেখানে ইতিপূর্বে "গভর্নর" নিজেই বহুবার বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছিলো। অথচ আজ আবারও ক্রুসেডারদের সহায়তা প্রার্থনা করছে এবং অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারাতে চলছে বলে সতর্কবার্তা দিচ্ছে।

পশ্চিম আফ্রিকার মুজাহিদগণ তাদের পবিত্র রক্তের ইন্ধনেই জিহাদের অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছেন। ইসলামকে বিজয় করার জন্য তারা নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিয়েছেন তার প্রকৃত মালিকের কাছে। তারপর এই নির্বোধ মনে করছে– জ্বালানি তেলে নিষেধাজ্ঞা দিলেই তাদের জিহাদ অচল হয়ে যাবে, তাদের জীবন বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা তাদের ধারাবাহিক আক্রমণগুলি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হবে –যা আল্লাহর অনুগ্রহে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চলমান রয়েছে।

এই ব্যর্থ পদক্ষেপটি এসেছে, যখন দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ নাইজেরিয়ান বাহিনী ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে "ঘাঁটি ধ্বংসের অভিযান"-এর নামে জোরদার আক্রমণ শুরু করে। উক্ত অভিযানে নাইজার বাহিনীর অন্তত ১৯টি সেনা ক্যাম্প ও একটি ঘাঁটি হামলার শিকার হয় এবং নাইজেরিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে এটি ক্যামেরুন ও নাইজার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে, নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর কমান্ডাররা একাধিক জরুরি নিরাপত্তা বৈঠক করে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল "চিফ অব আর্মি স্টাফ"-এর সাথে নাইজেরিয়ার তাগুত শাসকের রাষ্ট্রপতিভবনে বৈঠক। কিন্তু এই বৈঠকটিও নিরাপত্তা সংকট নিরসনে কোনো সমাধান দিতে পারেনি। বরং তারা সমস্যাটি প্রতিবেশী সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। তারা বলে, "এই হামলাগুলো সাহেল অঞ্চলের সন্ত্রাসীদের চাপেরই একটি অংশ, যা নাইজেরিয়ায় প্রবেশ করেছে আমাদের সীমানার ভঙ্গুর প্রকৃতির কারণে।" তারা যেন জানেই না–সাহেল অঞ্চলের দেশগুলো নিজেরাও একই সংকটে ভুগছে। তাহলে কি সাহেলের হামলাগুলো নাইজেরিয়ার হামলা ও তাদের সীমান্ত দুর্বলতার ফল?!

পরোক্ষভাবে তারা স্বীকার করে নিলো– আফ্রিকান দেশগুলি মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের শাসকরা এখন পরস্পরকে দোষারোপ করছে, ব্যর্থতা আর লজ্জা একে অপরের মাঝে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। ঠিক এভাবেই বিচার দিবসে তারা পরস্পরকে দোষারোপ করবে আর হা-হুতাশ করবে। কারণ কাফেরদের এই খাসারতের ধারা দীর্ঘ হতে হতে আখেরাতে গিয়ে ঠেকবে! অন্যদিকে, মুজাহিদগণের দল ভারি হচ্ছে এবং পূর্ণতা লাভ করছে। এটি একটি ন্যায়সঙ্গত হিসাব ও লাভজনক বাণিজ্য—যাকে "জ্বালানির ঘাটতি" বা "নিষেধাজ্ঞা" দিয়ে আটকানো যায় না। এই বাস্তবতা কাফেররা অনুধাবন করতে পারে না, আর সন্দেহবাদীরাও এটি বিশ্বাস করতে চায় না।

মুজাহিদগণের মিডিয়াতে দেখা যায় 'ঘাঁটি ধ্বংসের অভিযানে' যে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীকে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বাহিনী মনে করা হয়—তাদের সেনারা সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে, সবচেয়ে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাচ্ছে! যা তাদের ভঙ্গুর মনোবল ও যুদ্ধের ইচ্ছাশক্তি না থাকার প্রতিফলন। কারণ, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে চলা এই যুদ্ধ তাদেরকে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও রিক্তহস্ত করে ছেড়েছে।

শরয়ী বিশ্লেষণ: "ঘাঁটি ধ্বংসের অভিযানে" মুজাহিদগণ অস্ত্র ও গোলাবারুদের সমৃদ্ধি লাভ করেছেন, যা ছিলো নবী ﷺ এর হাদিসের বাস্তব অনুশীলন। তিনি বলেন: "وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي" "আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে।" সুতরাং, হিসাবটি স্পষ্ট: কাফিরদের অস্ত্রাগার খালি হয়ে যাচ্ছে, আর তা ভর্তি হচ্ছে মুজাহিদিনদের অস্ত্রাগারে। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর বান্দারা বন্দুকের ছায়াতলে শত্রু শিবির থেকে এই সম্পদ গনিমাহ হিসেবে ছিনিয়ে এনেছেন— যারা এখনো পথ হারায়নি, দ্বীন বিক্রি করে কাফেরদের সাহায্য নেয়নি, কিংবা তাদের জোটে যুক্ত হয়নি; যেমনটা অন্যরা করে থাকে।

ক্রুসেডার সাংবাদিকেরা যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, যখন তারা দেখছে নাইজেরিয়ায় তাদের মুরতাদ মিত্রদের ঘাঁটিগুলো একে একে ভেঙে পড়ছে। তারা ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও ধ্বংসের কারণ খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা জানে না, এই হামলাগুলোর অগ্রভাগে ছিল খিলাফাহর সেই তরুণ যোদ্ধারা—যারা দাওলাতুল ইসলামের প্রশিক্ষণ শিবির এবং শরঈ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে এই অভিযানগুলো ছিল তাদের সেই শিক্ষার বাস্তব অনুশীলন, যা তারা শরঈ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিখেছে-যেখানে ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্য বিতর্ক করা নয়, বরং কাজে পরিণত করা। যেখানে তারা গড়ে উঠেছে আপোষহীন যোদ্ধা হিসেবে, বড় হয়েছে শরীয়ার ছায়াতলে, জ্ঞান আহরোণ করেছে তার নির্মল উৎস থেকে। বেড়ে উঠেছে ঈমান, জিহাদ ও দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে। তারাই হলো সত্যিকার অর্থে আফ্রিকার মণি-মুক্তা ও অগ্রবর্তী মুজাহিদ বাহিনী—যারা আল্লাহর ইচ্ছায় এই অঞ্চলের চেহারা বদলে দিতে চায় এবং একে ইসলামী শাসনের অধীনে আনতে চায়। সেই ইসলামী শাসন যা অতীতে মুসলিমদের সম্মানিত করেছে এবং যা ব্যতিত ভবিষ্যতেও তাদের কোনো সম্মান নেই।

ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য আমরা বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে আরব মুসলিমদের কানে ও অন্তরে এই সতর্কবার্তা পৌঁছে দিতে চাই: আপনারা যারা এখনো পিছিয়ে আছেন, গড়িমশি করছেন, এবং জিহাদের ময়দানে না এসে ঘরে বসে আছেন, যারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন। চোখ খুলে দেখুন, আফ্রিকার পশ্চিম থেকে পূর্ব, কেন্দ্র থেকে উপকূলসহ আরো বহু অজানা অংশ আজ উদীয়মান জিহাদি ময়দানে পরিণত হয়েছে। সেখানে চালু হয়ে গেছে প্রতিস্থাপনের সুন্নাহ (সুন্নাতুল ইসতিবদাল); যারা পিছিয়ে পড়ার তারা পিছিয়ে পড়েছে, এবং অন্যরা এসে তাদের স্থান দখল করে নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন, নিজেদেরকে সংশোধন করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর সুন্নাহ কোনো পক্ষপাত করে না।

সামরিক ও ঈমানি বিবেচনায়, বিমান হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও আক্রমণকারী স্কোয়াডগুলোর তড়িৎ গতির অভিযান ছিলো এই সফলতার অন্যতম কারণ। অবশ্যই এর জন্য তাদের দীর্ঘ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছে। কারণ, উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাপনা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, তাঁর প্রতি সুধারণা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা —সবই একেকটি সফলতার উপকরণ, যা ছাড়া আল্লাহর প্রতি সুধারণা ও তাওয়াক্কুল অর্থবহ হয় না।

হামলার সময় মুজাহিদগণ দক্ষতার সাথে ঘাঁটিগুলো ঘিরে ফেলেন; এরপর হঠাৎ আক্রমণ করেন এবং সরবরাহ লাইনগুলি কেটে দেয়। হামলার আগে তারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন, সরু পথে মাইন পেতে দেন, আর পথে পথে ওঁত পেতে থাকেন। ফলে অনেক সময় শত্রুরা কোনো সহায়তা টিম পাঠাতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া তাদের টহলের গতিমুখ একদিকেই থাকে, যেন আক্রান্ত হলেই দৌড়ে পালানো যায়। "ঘাঁটি ধ্বংসের অভিযান"-এ মুজাহিদগণ প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে আক্রমণাত্মক অবস্থানে চলে যান। যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে শত্রুর সব পরিকল্পনা ভেস্তে দেন। তাদের বাহিনীগুলো দুর্বল করে দেন, এবং বিক্ষিপ্ত করে দেন তাদের আক্রমণ। ফলে একসময় যারা নাইজেরিয়ার বন-জঙ্গলে বিজয় তালাশ করে বেড়াতো, আজ তারা নিজেদের প্রধান কেন্দ্রীয় ঘাঁটি রক্ষা করতেই হিমশিম খাচ্ছে, যার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি 'মারতিতে'।

ইসলামের সাহসী ঘোড়সওয়ারদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বরকতময় আফ্রিকান জিহাদি স্রোতকে সামনে রেখে পশ্চিম আফ্রিকার মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আমদের ওসিয়ত: আপনারা সবর ও সওয়াবের আশায় এই পথে লেগে থাকুন। হামলাগুলো নিয়মিত চালিয়ে যান, আরও গভীরে অগ্রসর হয়ে শত্রু বাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হানুন, যেন তারা নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ না পায়। এমনভাবে হামলা করুন যেন শত্রু হয়ে যায় প্রতিরক্ষাকারী, আর মুজাহিদরা হয় সফল আক্রমণকারী।

একইভাবে অন্যান্য উলায়াতের মুজাহিদ ভাইদেরকে আমরা আবারও উপদেশ দিই: আপনারা প্রতিটি বিজয় ও সাফল্যের কৃতিত্ব সম্পৃক্ত করবেন সেই মহান সত্তার দিকে, যিনি আমাদের মালিক, যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সব কিছুর পরিচালনাকারী ও তাওফীক দানকারী। আর সকল ব্যর্থতা ও যাবতীয় ভুল-ত্রুটির জন্য দায়ী করুন নফস ও শয়তানকে। তাওবাহ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ভুলগুলো তাৎক্ষণিক সংশোধন করুন এবং উত্তরণের পথ খুঁজে বের করুন। কারণ, মুজাহিদরা চলে তার রবের শক্তিতে, তাঁর সাহায্যেই আক্রমণ করেন ও বিজয় লাভ করেন। তিনি ছাড়া তাদে সামনে সকল দরজা বন্ধ। কাজেই, সংকল্প দৃঢ় করুন, ঈমান নবায়ন করুন, এই পথে অবিচল থাকুন। আর সময়ের আগেই ফসল সংগ্রহে তাড়াহুড়া করবেন না। কেননা উন্নত ফসল পেতে হলে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। আর দৃঢ়পদ থাকুন, কেননা শুভপরিণতি মুত্তাকিদের জন্যই।